



৩০তম বিশ্ব মান দিবস
Building on Standards

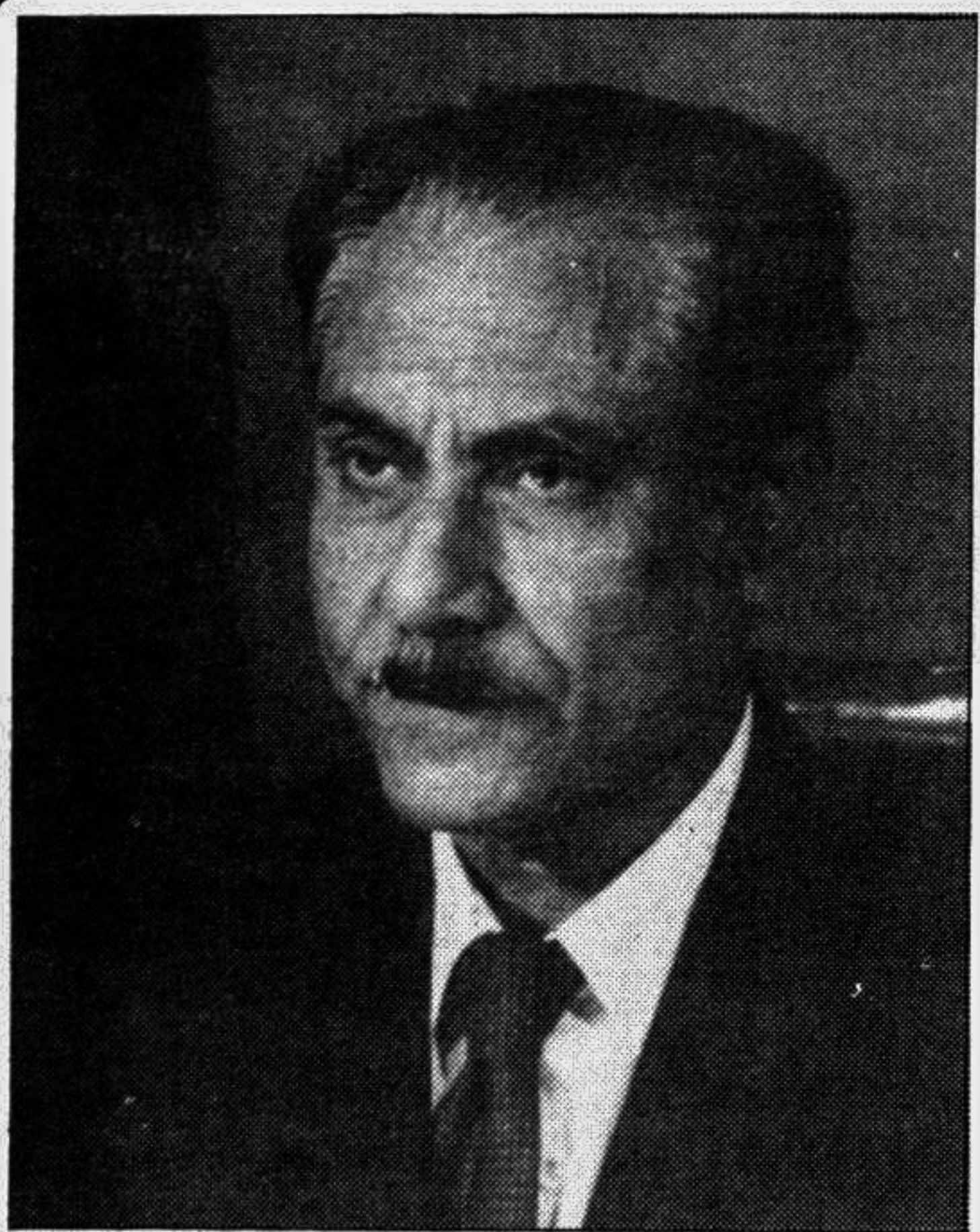
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
Bangladesh Standards and Testing Institution
Ministry of Industries

30th World Standards Day
Building on Standards

The Daily Star

Special Supplement

October 14, 1999



বাণী

আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (আইএসও)-এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক দেশে বিশ্ব মান দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।
এবারের বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য Building on Standards বা "নির্মাণে যথার্থ মান অনুসরণ"। নির্মাণ শিল্পে উন্নততর আন্তর্জাতিক মান ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিহার্য। পণ্য সামগ্রীর গুণগত মানের ক্ষমোন্নতির মাধ্যমে দেশের উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারীগণ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারেন। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে পণ্য সামগ্রী ও সেবার মান নিশ্চিত করা অপরিহার্য। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য এটা অপরিহার্য।
আমি দিবসটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ



বাণী

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক ১৪ই অক্টোবর বিশ্ব মান দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।
৩০তম বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় Building on Standards। নির্মাণ শিল্পের সামগ্রিক গুণগত উৎকর্ষ সাধনে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণের বিষয়ে এ বছরের বিশ্ব মান দিবসে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত সকল প্রকার উপকরণ মান সম্পন্ন হওয়া অত্যাবশ্যিক। আন্তর্জাতিক মানসমত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারে নির্মাণের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বপ্নিত, প্রকৌশলী, ঠিকাদার, কারিগর পরামর্শক ও

নির্মাণ সামগ্রীর প্রস্তুতকারীদের সমন্বিত প্রয়াস নির্মাণ শিল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।
মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের সকল শ্রেণীর পণ্যের মান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। তাহলে আমাদের পণ্য অন্য দেশের বাজারে সাদরে গৃহীত হবে। এজন্য প্রয়োজন আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি এবং যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা। একই সাথে জাতীয় মান সংস্থা বিএসটিআইকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল দ্বারা সমৃদ্ধশালী করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মান সংস্থা আইএসও'র সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে মানের ক্ষমোন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে।
একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে এগিয়ে আসবেন - এটাই এবারের বিশ্ব মান দিবসে আমার প্রত্যাশা।

কে এম ইজাজুল হক
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



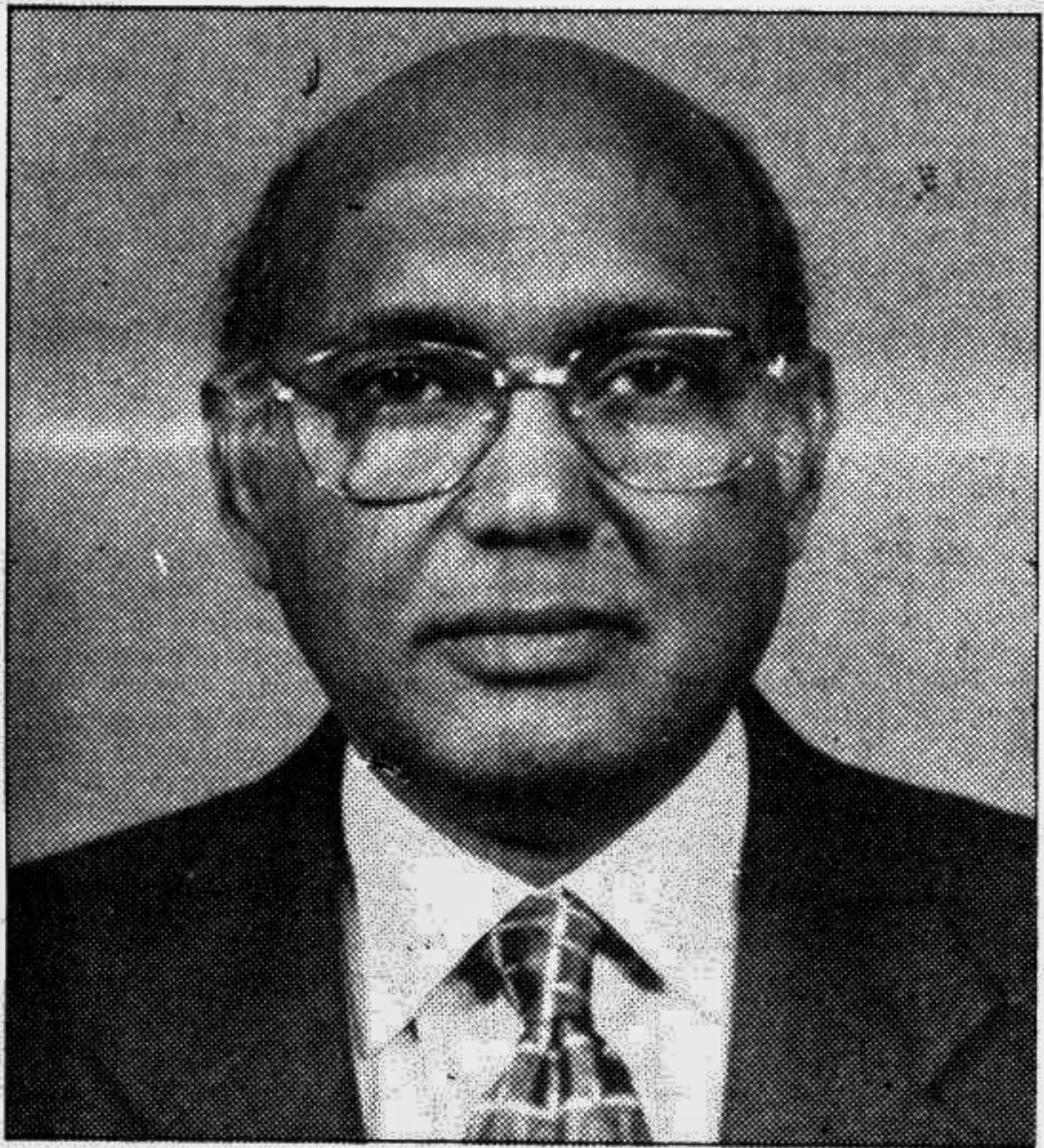
World Standards Day Message
14 October 1999
Building on Standards

THIS year, the World Standard Day theme highlights the importance of International Standards in the construction industry, which has been one of the basic human activities throughout the thousands of years of human progress.
There will never be a standard for beautiful design, but to lay the foundations for an intelligent museum or a sophisticated city infrastructure, standards need to be shared and applied on a practical daily basis by the many professionals. These range from designers, architects, civil engineers to manufacturers, regulators and contractors all the way to the companies who spend billions on construction goods and related services each year. The relevant standards range from the more obvious building standards to those covering telecommunications, electrical installations, electronics, networking and the associated safety standards.

sides involved — industries, governments, research institutes, testing laboratories and consumer organisations.
Small and big companies

by participating in the International Standards development process can be seen at various levels within each sector. The first level is usually that of the creation

same clarity with suppliers. Everyone gains. At another level, today a commercial, as well as a social — and more and more a legal — requirements is to address concerns of public health and safety as well as the impact a product or service may have on the environment.



বাণী

আজ ১৪ই অক্টোবর বিশ্ব মান দিবস। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিশ্বের অন্যান্য মান সংস্থার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে যথাযথ মর্যাদায় এ দিবসটি উদযাপন করতে যাচ্ছে। বিএসটিআই'র এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়।
বিশ্ব মান দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "Building on Standards" সামগ্রিক নির্মাণ শিল্পে উন্নততর আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করার বিষয়ে এ বছর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম তিনটি মৌলিক চাহিদা — অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান। এ তিনটি চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেই জাতীয় মান বাস্তবায়ন অপরিহার্য। মান সম্পন্ন পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহার প্রত্যেকেরই কাম্য। উৎপাদনকারী ও জোতা উভয়ের যথার্থ সংরক্ষণের জন্য গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশী পণ্যকে টিকিয়ে রাখার মূল চাবিকাঠিই হচ্ছে মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন।
আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, বিএসটিআই কর্তৃক ইতিমধ্যেই, আইএসও ৯০০০ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও আইএসও ১৪০০০ এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের অধিকাংশ মানসহ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) System এর মানও জাতীয় মান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এ সকল মান সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথভাবে অনুসৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।
বিএসটিআই জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে পণ্য ও সেবার মান প্রণয়ন ও প্রণীত মানের ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করে পণ্য সামগ্রী ও সেবার মান উন্নয়নে আরও সচেষ্ট হতে হবে। একই সাথে পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে ক্রেতা সাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
আমি এ দিবসটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তোফায়েল আহমেদ
মন্ত্রী
শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

all over the world acknowledge the benefits of International Standards. Many customers and suppliers promote actively the need to join the International Standardisation network of IEC, ISO and ITU.
The return on investment of a common language. This enables a manufacturer to communicate clearly, without fear of ambiguities or misunderstandings, with a customer's product engineers, designers, and purchasing agents anywhere in the world. And it allows the

Quoting one user and developer of standards: "If your exports have to be modified to conform to the national standards of a customer then you clearly have had no part in the development of those standards. Any redesign of your product or service to meet the technical specifications of that country represents a bit out of your profit margin. You're winning some, but you're also spending some. And if you have customers in several countries each with its own unique national standard, then you're spending even more. If on the other hand, the client country is using International Standards, that makes things clearer and more cost-effective for everyone."

Today, quantitative and qualitative requirements arising from the population explosion and natural aspirations for higher living standards — makes building one of the key areas for the satisfaction of human needs ever more important. A recent study of the construction process in the 21st century made by Sweden's Lund University, says that from many parts of the world there are demands for increased productivity in the construction process, higher quality of construction products, increased consideration of property management and a more holistic view of the entire process. To ensure these improve. International Standards are key tools for staying abreast of technology-driven business development.

As many of those who are part of the construction and associated industries already know, to build well, for the long term, to build internationally, rationally, and cost-effectively, International Standards hold a key to the solution.

Mathias Fünfschilling,
President of IEC,

Giacomo Elias,
President of ISO,

Yoshio Utsumi,
Secretary-General of ITU



বাণী

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ১৪ই অক্টোবর ১৯৯৯, ৩০তম 'বিশ্ব মান দিবস' উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।
নির্মাণ শিল্পে উচ্চতর আন্তর্জাতিক মান ব্যবহারের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এ দিবসের মূল উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও তার গুণাগুণ অটুট রাখার বিকল্প নেই। পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে পারলেই অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোসহ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব, অন্যথায় মুক্তবাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন। এ দিবস পালনের মধ্যদিয়ে বিশ্বের সর্বত্র দেশ উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর উন্নততর মান নিশ্চিত করার প্রয়াস বাবে আমার বিশ্বাস।
আমি বিশ্ব মান দিবস ১৯৯৯ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

আজ বিশ্ব মান দিবস। বিশ্ব মান সংস্থা (ISO) এর অন্যান্য সদস্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আজ এই বিশেষ দিবসটি পালিত হচ্ছে — বিএসটিআই-এর উদ্যোগে। দিবসটি উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও একটি প্রতিপাদ্য রয়েছে। ISO, IEC, ITU — এ তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক এ বছরের প্রতিপাদ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে যে বিষয়টি তা হল — "Building on Standards"। মানব সভ্যতার ক্রম উন্নয়নে নির্মাণ শিল্পে অন্যতম মৌলিক কর্মকর্তা হিসেবে চিহ্নিত করে মান অনুযায়ী নির্মাণের গুণের এবার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে, বিশেষভাবে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল

দেশসমূহে "Construction boom" এর প্রেক্ষিতে এটি একটি সমন্বয়যোগী আহ্বান।
ভূরূপে সাম্প্রতিক ভূমিকম্প যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ঘটে গেল, তাতে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার স্থাপত্য ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। সম্প্রতি একজন ভূমিকম্পের সত্তাবনার কথা উল্লেখ করে আশংকা ব্যক্ত করেছেন যে, এ রকম কোন ভূমিকম্প হলে ঢাকার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে। এই প্রেক্ষাপটে এবারের বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
বাংলাদেশে যারা নির্মাণ কার্যক্রমের সংগে সম্পৃক্ত, তারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণিত বিস্তৃত কোড অনুসরণ এবং পরিবেশ অনুকূল, মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী ও অর্থ সাশ্রয়ী সঠিক মানের নির্মাণ উপকরণ ব্যবহারে অধিকতর যত্নবান হবেন — বিশ্ব মান দিবসে এটাই আমাদের কাম্য।
আমি তাৎপর্যময় এই দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আবু তালাবে
মহাপরিচালক

সৌজন্যে: সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
SADHARAN BIMA CORPORATION

জীবন বীমা কর্পোরেশন
একটি রক্ষিত জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান